দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

২

পাসের হার প্রাথমিকে ৯৭ দশমিক ৩৫, ইবতেদায়ীতে ৯২ দশমিক ৪৫

□ স্টাফ রিপোর্টার :

জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় রেকর্ড গড়েছে শিশুরা

জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় রেকর্ড গড়েছেন শিশুরা। পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক সমাপনী ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক দিয়ে অতীত যে কোন পরীক্ষার ফলাফলকে ছাড়িয়ে গেছে তারা। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে একযোগে সারা দেশে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ যা গতবারের তুলনায় কিছুটা বেশি। ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এক্ষেত্রেও গত বছরের ফলাফলের হারকে অতিক্রম করেছে। প্রাথমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ২২০ জন। যা গতবারের তুলনায় এক লাখ ২০

পৃঃ ১৫ ক ১

জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৮ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর নীচে পেয়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী। এবছর প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দিক থেকে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। গড় পাশের হারের দিক দিয়ে ছেলেরা এগিয়ে আছে। ছাত্রদের পাশের হার ৯৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৯৭ দশমিক ১৯ শতাংশ।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, অনুপস্থিতির হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি এবং পাশের হারের ভিত্তিতে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ও তৃতীয় স্থানে ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা:

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবছর মোট অংশগ্রহণ করে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭৩ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ লাখ ২৯ হাজার ৮১৮ জন ছাত্র ও ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫৫ জন ছাত্রী। এর মধ্যে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৪৯৪ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১ লাখ ২১ হাজার ৯০ জন ছাত্র ও ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪০৪ জন ছাত্রী। ছাত্রদের গড় পাশের হার ৪৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৫২ দশমিক ৬১ শতাংশ।

এছাড়া জিপিএ ৪ থেকে ৫ এর নীচে পেয়েছে ৩৯ হাজার ৬৩৪ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ এর নীচে পেয়েছে ৪৬ হাজার জন, জিপিএ- ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫ এর নীচে পেয়েছে ৫৪ হাজার ১৮৬ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৮৫ হাজার ২২৭ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর নীচে পেয়েছে ২৭ হাজার ৪৭৭ জন শিক্ষার্থী। ইবতেদায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দিক থেকে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। গড় পাশের হারের দিক দিয়ে ছেলেরা এগিয়ে আছে। ছাত্রদের পাশের হার ৯৩ দশমিক ২৮ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, অনুপস্থিতির হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি এবং পাশের হারের ভিত্তিতে ইবতেদায়ী

পাসের হার প্রাথমিকে ৯৭ দশমিক ৩৫

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার বেশি। অন্যদিকে ইবতেদায়ী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৯২০ জন শিক্ষার্থী। যা গত বছরের তুলনায় ৭৭০ জন বেশি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি থাকলেও ফলাফলে এগিয়ে রয়েছে ছেলেরা। বিভাগ ভিত্তিক ফলাফলে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী উভয় ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। প্রথম শতভাগ পাস করা জেলা হয়েছে লালমনিরহাট জেলা।

গতকাল বেলা ১১টায় সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আফছারুল আমীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আফছারুল আমীন জানান, প্রাথমিকে ও ইবতেদায়ীতে এবার সাত বিভাগে পাসের হারে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল। এ বিভাগের প্রাথমিকে ৯৯ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং ইবতেদায়ীতে ৯৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আফছারুল আমীন ও প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে দুই পরীক্ষার ফলের অনুলিপি তুলে দেন। পরে বেলা ১১টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ফলাফলের বিস্তারিত তুলে ধরেন মন্ত্রী। প্রকাশিত ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও ভালো ফল করছে। এর পেছনে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের অধিক গুরুত্বারোপ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষীত করা বড় ভূমিকা রাখছে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা তদন্ত করেছি, কোন প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। বরং অভিভাবক শিক্ষকরা যে সাজেশন দিয়েছিলো তার থেকে ৪২ শতাংশ, ৩০ শতাংশ কিংবা ২০ শতাংশ কমন পড়েছে। এটা হতেই পারে। ফাঁস হলে শতভাগ কমন পড়তো। তাই এটাকে প্রশ্ন ফাঁস বলা যাবে না।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ফলের গড় ৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ। যা গত বছর ছিলো ৯৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। এ বছর প্রাইমারী পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে শূণ্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। আর ইবতেদায়ীতে পাসের হার ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। ইবতেদায়ীতে পাসের হার বেড়েছে ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। প্রাথমিক সমাপনীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ২২০ জন। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বেশি। ইবতেদায়ীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৯২০ জন। যা গত বছর ছিলো ২ হাজার ১৫০ জন।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা:

প্রাথমিক পরীক্ষায় মোট অংশগ্রহণ করে ২৪ লাখ ৮১ হাজার ১১৯ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১১ লাখ ২৫ হাজার ৮৩৪ জন ছাত্র ও ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৮৫ জন ছাত্রী। এর মধ্যে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৪ লাখ ১৪ হাজার ৩৪১ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৭৩ জন ছাত্র ও ১৩ লাখ ১৭ হাজার ২৬৮ জন ছাত্রী। ছাত্রদের গড় পাসের হার ৪৫ দশমিক ৪৬ শতাংশে এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৫৪ দশমিক ৫৪ শতাংশে।

এছাড়া জিপিএ ৪ থেকে ৫ এর নীচে পেয়েছে ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৭৮৩ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ এর নীচে পেয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাজার ৯০৭ জন, জিপিএ- ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫ এর নীচে পেয়েছে ৪ লাখ ১৭ হাজার ৯৯ জন, পরীক্ষায় দেশের সেরা মাদরাসা হয়েছে ঢাকার দারুস্সালাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা। দ্বিতীয় স্থানে হয়েছে তানযীমুল উম্মাহ মাদরাসা ও তৃতীয় স্থানে তাহিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা।

বিষয়ভিত্তিক পাস:

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষায় গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলক ভালো ফল করেছে। এবছর সমাপনী পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বাংলায় পাস করেছে ৯৯ দশমিক ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী, ইংরেজীতে ৯৯ দশমিক ০৭ শতাংশ, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৯৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ৯৯ দশমিক ৮০ শতাংশে এবং গণিতে ৯৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

ইবতেদায়ী পরীক্ষাতে বাংলায় পাস করেছে ৯৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ, ইংরেজিতে ৯৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ, কুরআন ও আকাইদ ভিত্তিক বিষয়ে ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে, আরবীতে ৯৮ দশমিক ২৩ শতাংশে এবং পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ৯৯ দশমিক ১৯ শতাংশে।

বিভাগ অনুযায়ী ফলাফল:

পাশের হারের দিক দিয়ে ৭ বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগ শীর্ষে রয়েছে। এই বিভাগের গড় পাসের হার ৯৯ দশমিক ১৯ শতাংশ, রাজশাহীতে ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ, খুলনায় ৯৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ, ঢাকায় ৯৭ দশমিক ১০ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯৭ শতাংশ, সিলেটে ৯৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ ও রংপুরে ৯৮ দশমিক ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে এবার।

আর ইবতেদায়ীতেও প্রাথমিকের মত ৭ বিভাগের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। এই বিভাগের পাসের হার ৯৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৯২ দশমিক ৭৮ শতাংশ, খুলনায় ৯৫ দশমিক ৪২ শতাংশ, ঢাকায় ৮৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯১ দশমিক ৮৫ শতাংশ, সিলেটে ৮৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ ও রংপুরে ৯৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

জেলাওয়ারি হিসাবে প্রাথমিকে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে লালমনিরহাটের শিক্ষার্থীরা। এ জেলা পাসের হারের দিক দিয়ে প্রথম শতভাগ পাস করেছে। আর ইবতেদায়ীতে বরগুনা জেলায় দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৯৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থী:

এবছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সারাদেশে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৪ হাজার ৯৭৯ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। এর মধ্যে ২ হাজার ৫০৯ জন ছাত্র ও ২ হাজার ৪৭০ জন ছাত্রী। তাদের পাসের হার ৯৬ দশমিক ২৮ শতাংশে। ইবতেদায়ী পরীক্ষায় সারা দেশে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় ৭৪৬ জন। এর মধ্যে ৩৩৫ জন ছাত্র ও ৪১১ ছাত্রী। পাসের হার ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশে।

ইংরেজী ভার্সনে:

এবছর ইংরেজী ভার্সনে পরীক্ষার্থী ছিলো ৪ হাজার ৫৩৮ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৭১৬ জন ছাত্র ও ১ হাজার ৮২২ জন ছাত্রী। ইংরেজী ভার্সনে এ বছর পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪১ শতাংশে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৯২ হাজার ৩২৮ টি স্কুলের মধ্যে ৭২ হাজার ২২৭টি বিদ্যালয়ের সবাই পাস করেছে। আর ৭১০টি বিদ্যালয়ে ফেল করেছে সবাই। আর ইবতেদায়ীতে ১১হাজার ৬০২টি মাদ্রাসার মধ্যে ছয় হাজার ৫৩০টি মাদ্রাসার সবাই পাস করেছে। আর ৩৪৭টি মাদ্রাসায় পাস করেনি কেউ।